প্রকল্পের নাম: আমাদের দেশের কৃষি বাস্তুসংস্থান।

বিষয়বস্তুঃ কৃষি সহায়তা, কৃষি পণ্য বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা।

প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- সহজে কৃষি সহায়তা প্রদান
- খুব দ্রুত ও কম সময়ে কৃষি পণ্য বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা
- বেকারত্ব দূরীকরণ

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাঃ

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ করনা ভাইরাস ও যে কোন দুর্যোগে কৃষকদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতায় পড়তে হয়।

১। কৃষকদের কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষি উপকরণ ও অর্থনৈতিক সমস্যা

২।কৃষকদের ন্যায্য মূল্য এবং সহজে কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের অব্যবস্থা

৩। কৃষিজাত পণ্যের সঠিক বিপণন ব্যবস্থা না থাকায় বাজারে পণ্যের দাম বৃদ্ধি ও কৃষকদের দাম না পাওয়া।

সমাধান ও কার্যকরী পদক্ষেপঃ

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ ।আমাদের দেশের 95 ভাগ খাবার চাহিদা পূরণ হয় কৃষি সেক্টর থেকে। করোনাভাইরাস ও যে কোন ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় খাদ্য একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যারা জড়িত আছে সবার আগে তাদের সমস্যা গুলো খুব সহজে ও কম সময়ে সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে করোনা ভাইরাস এর মত যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি ও দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারব।

পদক্ষেপ ১ঃ

প্রতিটি ইউনিয়ন অথবা ডিজিটাল উদ্যোক্তা সেন্টারে একজন করে প্রতিনিধি সেট করা। প্রতিনিধিগণ করোনা ভাইরাস এর যথেষ্ট সিকিউরিটি প্রোটেকশন নিয়ে প্রতিটি কৃষকের কাছে গিয়ে মোবাইল অ্যাপস অথবা ওয়েবের মাধ্যমে কৃষকদের কিছু তথ্য এন্ট্রি করবে। ডাটা এন্টির বিষয়বস্তু হলোঃ

- কৃষকের নাম, কৃষকের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র, মোবাইল নাম্বার ও কৃষক ইউজার প্রোফাইল
- কৃষকরা কি কি পণ্য উৎপাদন করে
- বর্তমানে কৃষকদের কাছে কি কি পণ্য মজুদ আছে তার পরিমাণ
- আগামী এক বছরে কতখানি পণ্য উৎপাদন করতে পারবে তার আনুমানিক পরিমাণ
- এই পণ্য উৎপাদনে কৃষকদের কি কি সহায়তা ও সাহায্য লাগবে তার বিবরণ
- সরকারি ভাবে তাদের কোন লোন বা সহায়তা লাগবে কিনা লাগলে তার পরিমাণ
- করোনাভাইরাসে তাদের পরিবারের কেউ আক্রান্ত হয়েছে কিনা তার বিবরণ

উদ্যোক্তা সেন্টার প্রতিনিধি উপরের তথ্যগুলো অ্যাপসের মাধ্যমে সাবমিট করবে।পর্যায়ক্রমে একটি গ্রামের সকল কৃষকদের তথ্য এন্টি সম্পন্ন করবে। কৃষকরা ইচ্ছা করলে তাদের নিজস্ব অ্যাপস ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড নিতে পারবে।

পদক্ষেপ ২ঃ

প্রতিটি কৃষকের তথ্য এন্ট্রির পড়ে ওয়েবসাইট বা অ্যাপস এর মেইন ড্যাশবোর্ড থেকে আমরা সমগ্র বাংলাদেশের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো রিপোর্ট পাবো

- কত জন কৃষক করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে
- কৃষকদের কি কি সহায়তা লাগবে এবং তার পরিমাণ
- বিভিন্ন পণ্য (যেমনঃ ধান, পাট, গম) আলাদা আলাদা ভাবে কি পরিমাণ বর্তমানে মজুদ আছে তার পরিমাণ।
- আগামী এক বছরে বিভিন্ন পণ্য (যেমনঃ ধান, পাট, গম) আলাদা আলাদা ভাবে কি পরিমাণ উৎপাদন হবে তার আনুমানিক পরিমাণ।
- কোন জেলায় কোন পণ্য বেশি উৎপাদন এবং কোন জেলায় কোন পণ্য কম উৎপাদন হয়েছে সেগুলো পরিসংখ্যান।
- কোন এলাকায় কি পণ্য উৎপাদন করলে ওই জিনিসের পরিমাণ বেশি বা কম পড়বে এর সমবন্টন
- এই দুর্যোগ মোকাবেলায় আগামী এক বছরের মধ্যে আমাদের দেশের সর্বমোট লোক সংখ্যার জন্য জেলা ভিত্তিক কি কি পণ্য উৎপাদন করতে হবে এবং কতখানি মজুদ আছে তার পরিসংখ্যান।
- কৃষকদের বিগত এক বছরের কৃষিপণ্য উৎপাদনের হার এবং বর্তমান সমস্যা দেখে তাদের উৎপাদনের উপর প্রণোদনা সহায়তা প্রদান।

আমরা যদি উপরোক্ত বিষয়বস্তু গুলো সঠিকভাবে অ্যাপস ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরিচালনা করতে পারি তাহলে আমরা খুব সহজেই কৃষকদের সহায়তা প্রদান, দেশের অর্থনীতি, আমাদের সর্বমোট মজুদ, কোন জেলায় কি কি পণ্য উৎপাদন করতে হবে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কি কি পণ্য বিপণন ব্যবস্থাপনা করতে হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। একই সাথে আমরা যেহেতু আগে থেকেই জানতে পারবো কোন এলাকায় কোন কৃষিপণ্য ঘাটতি পড়বে সে অনুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থা বাড়াতে পারব। এর ফলশ্রুতিতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি ও কৃষকদের সঠিক মূল্য না পাওয়া বিষয়গুলো রোধ হবে। প্রতিটি কৃষকরা কি কি সহায়তা পেল এবং কতখানি উৎপাদন করতে পারল কৃষকরা তাদের প্রোফাইল থেকে দেখতে পারবে। যেহেতু বেশিরভাগ কৃষকরা ফোন অথবা ওয়েবসাইট ব্যবহার জানবে না তার জন্য প্রতিটি ডিজিটাল উদ্যোক্তা সেন্টারে একজন করে নিয়োগ দিয়ে কিছু বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে । শুধু করোনাভাইরাস নয় যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় এটি একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হবে বলে আমি মনে করি।

বিক্রম কুমার

প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জাগরণ বাংলাদেশ আইটি